বঙ্গলিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ :

মানবসভ্যতার ইতিহাসে ভাষা ও লিপি একে অপরের পরিপূরক। ভাষা মানুষের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হলেও লিপি সেই ভাষাকে স্থায়িত্ব ও বিস্তারের সুযোগ দেয়। লিপি না থাকলে সভ্যতার ইতিহাস, সাহিত্য, জ্ঞানচর্চা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা কখনোই পূর্ণতা পেত না। বাংলা ভাষার লিখিত রূপ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে যে লিপি ব্যবহৃত হয়, তাই হলো বঙ্গলিপি। বঙ্গলিপি শুধু একটি ভাষার বাহন নয়; এটি বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়, ঐতিহাসিক স্মৃতি ও সভ্যতার ধারক। হাজার বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নানা পরিবর্তন, রূপান্তর ও সংস্কারের মাধ্যমে বঙ্গলিপি আজকের আধুনিক ও মান্য রূপ লাভ করেছে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথের প্রতিটি স্তর বাঙালির ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

বঙ্গলিপির উৎস অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের ভারতীয় লিপির সামগ্রিক ইতিহাসের দিকে তাকাতে হয়।ভারতের প্রাচীনতম লিপি হিসেবে স্বীকৃত হলো ব্রাহ্মীলিপি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে ব্রাহ্মীলিপির ব্যবহার দেখা যায়। ঐ ব্রাহ্মীলিপি থেকেই কালের প্রবাহে বিভিন্ন আঞ্চলিক লিপির জন্ম হয়।

ব্রাহ্মীলিপি ⟶ গুপ্তলিপি ⟶ সিদ্ধমাতৃকালিপি ⟶ গৌড়ী লিপি ⟶ বঙ্গলিপি

এই ধারাবাহিক বিবর্তনের মধ্য দিয়েই বঙ্গলিপির উদ্ভব ঘটে। নিম্নে বঙ্গলিপির **উ**দ্ভব**,** বিকাশের ধাপ সবিস্তারে আলোচনা করা হবে।

'লিপি' শব্দটি সংস্কৃত 'লিপ্' ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'লেখা'। ভাষাকে দৃশ্যমান রূপ দেওয়ার জন্য যে চিহ্ন বা চিহ্নসমষ্টি ব্যবহৃত হয়, তাকে লিপি বলা হয়। বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে লিপির উদ্ভব ঘটেছে প্রধানত তিনটি ধারায়—

1. চিত্রলিপি (Hieroglyphic)
2. ভাবলিপি (Ideographic)
3. ধ্বনিলিপি (Phonetic)

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবহৃত লিপিগুলি মূলত ধ্বনিলিপি, যেখানে ধ্বনির জন্য নির্দিষ্ট চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। বঙ্গলিপিও এই ধ্বনিভিত্তিক লিপির অন্তর্গত।

বঙ্গলিপির উৎস অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের ভারতীয় লিপির মূল উৎস ব্রাহ্মীলিপির কাছে ফিরে যেতে হয়। ঐতিহাসিকদের মতে, খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের শাসনামলে ব্রাহ্মীলিপির ব্যবহার ব্যাপকভাবে দেখা যায়।

ব্রাহ্মীলিপির বৈশিষ্ট্য-

- এটি বাম থেকে ডানে লেখা হতো
- ধ্বনিভিত্তিক লিপি
- স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের পৃথক চিহ্ন
- ভারতের প্রায় সব আধুনিক লিপির জননী

ব্রাহ্মীলিপি থেকেই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক লিপির জন্ম হয়। উত্তর ভারতীয় লিপিগুলির ধারায় বঙ্গলিপির অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

খ্রিষ্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসনামলে ব্রাহ্মীলিপির একটি উন্নত ও পরিশীলিত রূপ গড়ে ওঠে, যা পরিচিত গুপ্তলিপি নামে।

গুপ্তলিপির গুরুত্ব-

- অক্ষরগুলি আগের তুলনায় বেশি গোলাকার
- লেখার গতি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি
- রাজকীয় শিলালিপি ও তাম্রশাসনে ব্যবহার

গুপ্তলিপি থেকেই পরবর্তীকালে উত্তর ও পূর্ব ভারতের লিপিগুলি বিকশিত হয়। বঙ্গলিপির বিবর্তনে গুপ্তলিপি একটি মৌলিক ভিত্তি স্থাপন করে।

গুপ্তলিপি থেকে ষষ্ঠ থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে সিদ্ধমাতৃকা লিপির উদ্ভব হয়। এটি উত্তর ভারত, নেপাল, বাংলা ও আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়।

সিদ্ধমাতৃকা লিপির বৈশিষ্ট্য-

- অক্ষরগুলি আরও স্পষ্ট ও পৃথক
- ধীরে ধীরে আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের সূচনা
- ধর্মীয় ও সাহিত্যিক গ্রন্থে ব্যবহার

সিদ্ধমাতৃকা লিপিই পরবর্তীকালে গৌড়ী, শারদা ও দেবনাগরী লিপির জন্ম দেয়। বাংলা লিপির বিকাশে এর ভূমিকা অপরিসীম।

বঙ্গলিপির প্রত্যক্ষ পূর্বসূরি সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে সিদ্ধমাতৃকা লিপি থেকে যে আঞ্চলিক লিপির উদ্ভব ঘটে, তা হলো গৌড়ী লিপি। গৌড় অঞ্চল (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) ছিল এর প্রধান কেন্দ্র। গৌড়ী লিপির বৈশিষ্ট্য-

- অক্ষরের উপরে অনুভূমিক রেখা
- বাঁকানো ও দীর্ঘাকার গঠন
- আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব

গৌড়ী লিপিই মূলত প্রাচীন বঙ্গলিপির ভিত্তি গঠন করে। গৌড়ী লিপি থেকে ধীরে ধীরে যে স্বতন্ত্র রূপ গড়ে ওঠে, তাই প্রাচীন বঙ্গলিপি। পাল ও সেন রাজাদের শাসনামলে এর ব্যবহার ব্যাপক হয়।
নিদর্শন-

- তাম্রশাসন
- শিলালিপি
- চর্যাপদ

বঙ্গলিপির ইতিহাস হাজার বছরের দীর্ঘ ও গৌরবময় এক যাত্রা। ব্রাহ্মীলিপি থেকে শুরু করে আধুনিক ডিজিটাল যুগ পর্যন্ত বঙ্গলিপি ক্রমাগত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিশীলনের মধ্য দিয়ে আজকের রূপ লাভ করেছে। এই লিপি বাঙালির সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। বঙ্গলিপির বিকাশ মানেই বাঙালি সভ্যতার বিকাশ।